দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৯

১৪

বিধি লঙ্ঘনের দায়ে মামলা দায়ের

শেরপুর সদর থানায় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ

আমিরুজ্জামান লেবু : শেরপুর।– আদালতে মামলা দায়ের করার কারণে শেরপুর সদর থানায় গত দু'বছর যাবৎ খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ফলে শেরপুর সদর থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

প্রকাশ, গত বছর শেরপুর সদর থানায় 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর শুরুতেই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। বিজ্ঞ হাকিম মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণার আদেশ প্রদান করেন।

জানা যায়, ১৯৯৩ সালে শেরপুর সদর থানায় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী থানা শিক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে প্রথমে অধিকতর দরিদ্র এবং শিক্ষার দিক থেকে পশ্চাৎপদ শেরপুরের ৪টি ইউনিয়নের নাম প্রস্তাবসহ জেলা প্রশাসকের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হয়। ইউনিয়নগুলো হচ্ছে গাজীর খামার, চরমুচারিয়া, রৌহা বেতমারী ও বলাইয়ের চর।

উল্লিখিত ৪টি ইউনিয়নের মধ্যে যে কোন একটি ইউনিয়নকে শিক্ষা প্রকল্প এলাকা হিসাবে নির্ধারণ না করে শেরপুরের জেলা প্রশাসকের স্মারক নং ৩৬৭ তাং ১৪–৯–৯৩ ইং মূলে সদর থানার চরশেরপুর ইউনিয়নকে শিক্ষা প্রকল্প এলাকা হিসাবে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়। জেলার কর্ম সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী সিরাজুল হকের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে। সে মোতাবেক বিগত ২৩–৯–৯৩ ইং তারিখে উক্ত চরশেরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশু–কিশোরদের জন্যে প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ৫৫ মেঃ টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু গম আর বিতরণ করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প এলাকা নির্ধারণে কোন প্রস্তাব না থাকা সত্ত্বেও ঐ ইউনিয়নের নাম ঘোষণা করায় সদর থানার চরমুচারিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাতেম আলী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন। ফলে বন্ধ ঘোষিত হয় শিক্ষা প্রকল্পের সকল কার্যক্রম।

উল্লেখ্য, গত বছর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সদর থানায় শিশু জরীপের নির্দেশ ছিল। কিন্তু শেরপুর সদর থানা শিক্ষা কর্মকর্তা শিশু জরীপের কোন কাজ করেননি। এছাড়া এ কর্মসূচীর আওতায় সদর থানায় মোট ৪২টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কার্য পরিচালনার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটির ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২ হাজার টাকা। হিসাব মতে, বরাদ্দপ্রাপ্ত মোট ৮৪ হাজার টাকার মধ্যে উক্ত থানা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটির মাঝে নামেমাত্র কয়েকশ' টাকা বিতরণ করে পুরো টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগে প্রকাশ।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, টাকার অভাবে ওয়ার্ড কমিটিগুলো বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কোন কার্য পরিচালনা করতে পারেনি। ফলে সরকারের ওই কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শেরপুর থানা শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু তারা কোন প্রতিকার পায়নি বলে অভিযোগ করেছেন। এমনিভাবে সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী শেরপুর সদর থানায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু তাতেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েনি বা টনক নড়েনি